১১। বুদ্ধিমূলক ঈশ্বর প্রীতি
(Intellectual love of God) :

স্পিনোজা অনুভূতি (feeling) এবং ইচ্ছা (willing)—এই দুটি মানসিক অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। তাঁর মতে, ইচ্ছা হল বস্তুর চিন্তা বা ধারণামাত্র ; ইচ্ছার কোন বিশেষ ক্রিয়া এবং বিশেষ ধারণা এক ও অভিন্ন, কারণ ইচ্ছা হল এমন এক ধারণা যা নিজেকে স্বীকার বা অস্বীকার করে। স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির এই ক্রিয়া যাকে বিচার (judgment) বলা হয় সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছা-স্বাধীনতা বর্জিত ; তা স্বয়ং ধারণা দ্বারা পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত। স্পিনোজার মতে মানুষের কোন ইচ্ছা-স্বাধীনতা নেই ; সকল বিষয়ই নিয়ন্ত্রিত, কারণ প্রত্যেকটি বস্তুই পরম দ্রব্য ঈশ্বর থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। মানবাত্মা ঈশ্বরের চৈতন্যের নিছক আকৃতি বিশেষ (mode)। যে ব্যক্তি জাগতিক বস্তুসমূহের প্রকৃত কারণ জানেন অর্থাৎ যাবতীয় বস্তুকে ঈশ্বরের সহিত অবিচ্ছেদ্যরূপে প্রত্যক্ষ করেন তিনিই ঈশ্বরকে ভালবাসেন। যিনি স্বকীয় যুক্তি বা বুদ্ধি

দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, জাগতিক যাবতীয় বস্তুই আবশ্যিকভাবে এক ও অদ্বিতীয় পরম দ্রব্য ঈশ্বরের মধ্যেই নিহিত আছে এবং ঈশ্বর থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হচ্ছে একমাত্র তাঁরই ঈশ্বর-প্রীতি বিদ্যমান। পরম সত্য সম্বন্ধে এই বিশুদ্ধ যুক্তিমূলক বা বুদ্ধিমূলক উপলব্ধিকেই বলা হয় **বুদ্ধিমূলক ঈশ্বর প্রীতি (intellectual love of God)**। মানুষের এই বুদ্ধিমূলক ঈশ্বর-প্রীতির অর্থ হল ঈশ্বরের নিজের প্রতি প্রেম, কারণ মানুষ ঈশ্বরের বিশেষ আকৃতি (mode) মাত্র। আবার, ঈশ্বর যখন নিজেকে ভালবাসেন, তখন তিনি মানুষকেই ভালবাসেন, কারণ মানুষ তাঁরই অংশ মাত্র।

পরম ও বিশুদ্ধ চিন্তা বা যুক্তি মানুষের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি দার্শনিক প্রেমের উদ্রেক করে, এবং তাই, স্পিনোজার মতে, সর্বোচ্চ ধর্ম। যে দার্শনিক জানেন যে জগতের প্রত্যেক ঘটনা আবশ্যিকভাবেই ঘটে তাঁর আর নৈরাশ্য ও দুঃখের কোন কারণ থাকে না। নিয়ন্ত্রণবাদই মানুষকে আশাবাদী করে তোলে এবং তার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি নিঃস্বার্থ ও অনাসক্ত প্রেমের উদ্রেক করে। এই প্রেম বস্তুতঃ পরম দ্রব্য ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভাবাবেগ বর্জিত বিশুদ্ধ বুদ্ধিমূলক মনোভাব এবং এরূপ মনোভাবের মধ্যে মানসিক তৃপ্তি বা সন্তোষ পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। "স্পিনোজার নীতিশাস্ত্র বস্তুতঃ তাঁর তত্ত্বশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। তা মুখ্যতঃ জ্ঞানপ্রধান। তাঁর মতে জ্ঞানই মুক্তি, জ্ঞানই মঙ্গল। মানুষ যখন বিচারের সাহায্যে জগতের আধারভূত ঈশ্বর বা দ্রব্যের সন্ধান লাভ করে, তখন সে উপলব্ধি করে সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। সে বুঝিতে পারে, জগতে এবং তার মনে যা কিছু ঘটছে, তা পরম দ্রব্যের স্বভাব থেকে অপরিহার্য-রূপে নিঃসৃত হচ্ছে। সে তখন নির্দ্বন্দ্ব, নিরহঙ্কার ও প্রশান্ত চিত্তে সব কিছুই ভগবানের বিধানরূপে গ্রহণ করে। জগতের সুখদুঃখ, জয় পরাজয়। মানাপমান তার মনকে বিচলিত করতে পারে না, তার চিত্তে বিরাজ করে প্রশান্তি।" (অধ্যাপক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নব্যযুগের পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস)

স্পিনোজা বলেন, বুদ্ধিমূলক প্রেমের বস্তু ঈশ্বর কখনও স্বেচ্ছাচারিতাপূর্বক ক্রিয়া করেন না এবং তাঁর নিকট থেকে প্রেমিক কোন অনুগ্রহের প্রত্যাশা করতে পারে না। এক অর্থে, ঈশ্বরের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রেম বা ভালবাসা থাকতে পারে না, কারণ পূর্ণসত্তা হিসাবে তিনি স্বরূপতঃ নির্বিকার ও নিরপেক্ষ, কাউকে ভালবাসার অর্থ হল সুখ ও সন্তোষ অনুভব করা এবং অনুভূতিই প্রেমিককে কম পূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু ঈশ্বরের পরম পূর্ণতা বিদ্যমান, কাজেই প্রেমের অনুভূতি তাঁর মধ্যে থাকতে পারে না। আবার, ঈশ্বরের মধ্যে কোন ঘৃণার ভাবও থাকতে পারে না, কারণ ঘৃণা করার অর্থ একেবারে নিষ্ক্রিয় হওয়া এবং এই নিষ্ক্রিয়তা ঘৃণাকারীর সত্তাহানি আনয়ন করে।

পরিশেষে, স্পিনোজা বলেন, বুদ্ধিমূলক ঈশ্বর-প্রীতি মানুষের পুরুষার্থ বা চরম আদর্শ এবং তাতেই অনন্ত সুখ ও মঙ্গল লাভ হয়।

সমালোচনা ঃ স্পিনোজার এই মতবাদ সর্বতোভাবে সমর্থন করা যায় না।

ঈশ্বর-প্রীতি নিছক বুদ্ধিমূলক হলে তা একদেশদর্শী হয়; কাজেই তার মধ্যে অনভূতির স্থানও স্বীকার করা আবশ্যক। ধর্মীয় অনুভূতি-বর্জিত নিছক বুদ্ধিমূলক ঈশ্বর-প্রেম অর্থহীন, কারণ ধর্মীয় অনুভূতিই উপাসকের মধ্যে উদ্যম ও প্রেরণার উদ্রেক করে। বস্তুতঃ, অনুভূতি ঈশ্বরোপলব্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক।